তারিখ 13 JAN 1997
পৃষ্ঠা 72 কলাম ৭

ভোরের কাগজ

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা—২

অবাধে খোলা হচ্ছে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী, পরীক্ষা দিতে হয় দুর্নীতি করে

ইব্রাহিম আজাদ : কোনো নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত না হওয়ায় কিন্ডারগার্টেন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবাধে মাধ্যমিক এমন কি উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দেয় অন্য কোনো রেজিস্টার্ড বা অনুমোদিত বিদ্যালয়ের অধীনে। এ নিয়ে এক ধরনের দুর্নীতি এখন ওপেন সিক্রেট।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কিন্ডারগার্টেন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন থেকে অননুমোদিতভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ফলে কিন্ডারগার্টেনগুলো প্রথমদিকে 'প্লে' গ্রুপ থেকে ক্লাস 'ওয়ান' 'টু' বা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর পর ধীরে ধীরে ৮ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো শুরু করে। কোনো কোনোটি উচ্চ মাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত খুলে বসে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে যেসব প্রিক্যাডেট জাতীয় স্কুল আছে তার প্রায় সব কটিতেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তির কোচিং সেন্টার হিসেবে।

সরকারি বা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া দশম, একাদশী ও দ্বাদশ শ্রেণী পড়ানোর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। বাধ্য হয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে, তাদেরকে অন্য বেসরকারি বিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এ জন্য ঐ বেসরকারি স্কুল কলেজের প্রধানদের মোটা অংকের টাকা উৎকোচ দেওয়া হয় এবং যার ভাগ শিক্ষা বোর্ড পর্যন্ত পৌঁছায় বলে জানা গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিম্নমানের বা যেগুলোতে ছাত্রছাত্রী কম এমন বেসরকারি অনুমোদিত স্কুল কলেজের মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রছাত্রীরা এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা দেয়। ইংলিশ স্কুলগুলোর এ জাতীয় সমস্যা নেই। তাদের শিক্ষার্থীরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে 'ও' লেভেল 'এ' লেভেল পরীক্ষা দেয়।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৯৭৩ সাল থেকে দেশে ইংলিশ মিডিয়ামে লেখা পড়া শুরু হয়। তখন সিদ্দিক টিউটোরিয়াল নামে একটিমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল, পরে একে একে বেড়েছে। বর্তমানে ঢাকায় আছে ৩৫টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, যেগুলোতে 'ও' লেভেল 'এ' লেভেল পড়ানো হয়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে আছে ৫টি ও খুলনায় আছে ২টি। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ক্রমশ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। চলতি বছরে 'ও' লেভেল 'এ' লেভেল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০০। ১৯৯৬ সালে ছিল ১৮০০ জন, ১৯৯৫ সালে ছিল ১৬২৪ জন এবং ১৯৯৪ সালে ছিল ১৪৬০ জন। বর্তমানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ৫ জন কর্মকর্তা বাংলাদেশের 'এ' লেভেল 'ও' লেভেল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মরত আছেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরীক্ষা ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান বলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। প্রশ্নপত্রসহ পরীক্ষার যাবতীয় কাগজপত্র ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো হয়। পরীক্ষার্থীদের সকল উত্তরপত্র ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে পাঠানো হয়। তারা যথারীতি উত্তরপত্র নিরীক্ষা করে ফলাফল প্রকাশ করে। তিনি আরো জানান, 'ও' এবং 'এ' লেভেলের দু ধরনের সিলেবাস আছে। একটি ইংল্যান্ডের জন্য। অন্যটি বাইরের দেশগুলোর জন্য। ব্রিটিশ কাউন্সিল পরীক্ষার পরিচালনা খরচ বাবদ 'ও' লেভেলে বিষয়ে প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা এবং 'এ' লেভেলে ৪ হাজার ২৫০ টাকা করে ফি নিয়ে থাকে।

বেশির ভাগ কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাঠ্যবই বিদেশী। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা দেশীয় ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনার বদলে বিজাতীয় ভাবধারায় গড়ে উঠছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে যে সব পাঠ্যবই আছে তার মধ্যে 'ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজ' নামে একটি বইয়ের মধ্যে বাংলাদেশের পরিচিতিমূলক একটি অধ্যায় রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সব পাঠবই-ই ইংল্যান্ডের। ফলে তারা পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের বদলে পড়ছে ইংল্যান্ডের ইতিহাস।

অপর দিকে জামাতে ইসলামীর ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত কিন্ডারগার্টেনগুলোতেও দেশের প্রকৃত ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনার বদলে তাদের নিজস্ব ভাবধারায় বই পড়ানো হয় জামাতের ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি প্রণীত এসব পাঠ্যবই এমনভাবে প্রণীত যাতে ইসলামের নামে শিশুদের মধ্যে জামাত-শিবির সম্পর্কে ভালো ধারণা গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

কিন্ডারগার্টেনগুলোতে ধর্ম শিক্ষা নিয়েও বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়তে হয়। কোনো কোনো কিন্ডারগার্টেনে প্রয়োজনীয় শিক্ষক বা অতিরিক্ত ক্লাস রুমের অভাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্মশিক্ষা পড়তে হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র বেতন ও বিভিন্ন ধরনের ফিস এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এলাকাভেদে এক এক রকম। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যেসব এলাকায় ঘর ভাড়া বেশি সেসব এলাকায় ছাত্র বেতন ও বিভিন্ন ধরনের ফিসের পরিমাণও বেশি। তবে এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনামের সঙ্গেও বেতন-ভাতা ও ভর্তি ফিসের হার নির্ভর করে। রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকা বলে পরিচিত ধানমন্ডি, গুলশান, বনানীর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা বেশি। ধানমন্ডির এমন কোনো অলিগলি নেই যেখানে এ জাতীয় দু একটি প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না। ঐ এলাকাগুলোতেও ছাত্র বেতন ও ফিস ভেদে তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা যায়।

শ্রেণীভেদে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন মাসিক ৫০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। ভর্তি ফিসও ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। ধানমন্ডি, গুলশান ও বনানীর বাংলা মাধ্যমেও অনেক কিন্ডারগার্টেন আছে। যেগুলোর মাসিক বেতন সর্বনিম্ন ৩০০ টাকা।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, একইভাবে শিক্ষকদের বেতনেও তারতম্য আছে। ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ৫ থেকে ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয় এক একজন শিক্ষককে। এর নিচের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ২ থেকে ৩ হাজার টাকাও দেওয়া হয়। তবে বাংলা মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেনগুলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এগুলোতে বেতন ভাতা ৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে শুধু রিকশা ভাড়া।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে কিছুই বলতে চান না। কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, গুটিকয় নামকরা কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ স্কুল ছাড়া বেশির ভাগ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানই চলছে জোড়াতালি দিয়ে। নাম করা কোনো কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বছরে কোটি টাকার ওপরে আয় করে বলে জানা গেছে।

[এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনের প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল ৪ জানুয়ারি]